নির্বাচিত

দারসে কুরআন

চতুর্থ খণ্ড

নির্বাচিত

দারসে কুরআন

[চতুর্থ খণ্ড]

জুনাব আলী ভূঁইয়া

সম্পাদনা

মাওলানা ফখরুদ্দিন আহমদ

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

www.ahsanpublication.com

নির্বাচিত দারসে কুরআন-৪

জুনাব আলী ভূঁইয়া

ISBN : 984-32-1081-5 Set

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
১৫ সিদ্ধেশ্বরী রোড
রমনা, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৫৭১৬৪০৪৯, ০১৭১৫১০৬৫৫০

অনলাইন পরিবেশক
ahsanpublication.com
ahsan.com.bd
01737419624

পরিবেশনায় :
- আহসান ডট কম ডট বিডি, ১১২ গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইল : ০১৭৫৭৭৭৮৫৩৭
- মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- আহসান পাবলিকেশন, কাটাবন, মগবাজার, ঢাকা।
- প্রফেসরস বুক কর্ণার, ঢাকা।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২২
আশ্বিন, ১৪২৯
রবিউল আউয়াল, ১৪৪৪

প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পোজ : এফ এ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবা : ০১৭২৬৮৬৮২০২, ০১৫৫৩৭৩৭৫০৫

বিনিময় : একশত সত্তর টাকা মাত্র

Nirbachito Dars-e-Quran 4th Part by Junab Ali Bhuiyan and Published by Ahsan Publication, 15 Siddheswari Road, Ramna, Dhaka-1217, First Edition October, 2022, **Price : Tk. 170.00 ($=5.00) only.**

AP-145

সূচীপত্র

১. সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়ে যায় তবে সমুদ্রের কালি শেষ হয়ে যাবে তবু আল্লাহর কথা লেখা শেষ হবে না। বলো, আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, পার্থক্য শুধু ওহী (সূরা কাহফ, ১০৭-১১০ আয়াত) ॥ ৭

২. নির্যাতিত মুসলিমদের জন্যে আল্লাহর সাহায্য এবং ইসলামী সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (সূরা আল-হজ্জ, ৩৯-৪১ আয়াত) ॥ ১৭

৩. পূর্ববর্তীদের মতো সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা আমাদের উপর চাপিও না। (সূরা আল-বাকারা, ২৮৬ আয়াত) ॥ ২৮

৪. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন (সূরা আল-বুরূজ, ১২-২২ আয়াত) ॥ ৩৪

৫. আখেরাতকে বিশ্বাস করা না করার পরিণতি (হায় আমি যদি মাটি হতাম) (সূরা আন নাবা, ৩৮-৪০ আয়াত) ॥ ৪১

৬. ওহী বন্ধ থাকার দুশ্চিন্তায় সান্ত্বনা দান (সূরা আদ দুহা, ১-১১ আয়াত) ॥ ৫০

৭. জিহাদের হক আদায় করে জিহাদ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন (সূরা আল হজ্জ, ৭৮ আয়াত) ॥ ৫৮

৮. আসল ও পূর্ণাঙ্গ বিচার একমাত্র আল্লাহর আদালত ব্যতীত আর কোথাও সম্ভব নয় (সূরা আল আদিয়াত, ৯-১১ আয়াত) ॥ ৭০

৯. কদরের রাত্রি হাজার মাস থেকেও অধিক উত্তম (সূরা আল-কাদর, ১-৫ আয়াত) ॥ ৭৬

১০. হে প্রভু যে অন্তরকে হেদায়াত দিয়েছ তাকে আর বক্রতায় আচ্ছন্ন করো না (সূরা আলে ইমরান, ৮ ও ৯ আয়াত) ॥ ৮৩

১১. আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে একটি রূহ দান করে ঈমানদারদের শক্তি যুগিয়ে থাকেন (সূরা আল মুজাদালাহ, ২২ আয়াত) ॥ ৯২

১২. হে ঈমানদারগণ সবর অবলম্বন কর, দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত ও আল্লাহকে ভয় কর তবে তোমরাই সফল হবে
(সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত) ॥ ১০২

১৩. সৃষ্টি যাঁর আদেশ চলবে তাঁর
(সূরা আরাফ, ৫৪-৫৬ আয়াত) ॥ ১০৬

১৪. পবিত্র রযমানে ঈমানদারদের করণীয়
(সূরা আল বাকারা, ১৮৩-১৮৫ আয়াত) ॥ ১১৪

১৫. সরল সত্য পথের সন্ধান ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ
(সূরা আল বাকারা, ১৮৬ আয়াত) ॥ ১২৩

১৬. প্রিয়বস্তু (আল্লাহর পথে) ব্যয় করা
(সূরা আলে ইমরান, ৯২ আয়াত) ॥ ১২৮

১৭. মাহ্‌রাম, গাইরে মাহ্‌রাম ও পর্দার অপরিহার্যতা
(সূরা আন্ নূর, ৩০-৩১ আয়াত) ॥ ১৩৬

দারস-১

সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়ে যায় তবে সমুদ্রের কালি শেষ হয়ে যাবে তবু আল্লাহর কথা লেখা শেষ হবে না। বলো, "আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, পার্থক্য শুধু ওহী।"

১৮. সূরা কাহফ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১১০, রুকূ-১২

আলোচ্য : ১০৭-১১০ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٠٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۔ (١٠٨) خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۔ (١٠٩) قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۔ (١١٠) قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا۔

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে) (১০৭) "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের মেহমানদারীর জন্য থাকবে ফেরদাউসের বাগান। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং কখনও সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না। (১০৯) হে মুহাম্মদ (সা) বলো, যদি আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য সমুদ্রের পানি কালিতে পরিণত করা হয় তাহলে সেই কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু

আমার প্রতিপালকের লেখা শেষ হবে না। আমি যদি এর সাহায্যের জন্য আরও অনুরূপ পরিমাণ সমুদ্র নিয়ে আসি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না। (১১০) হে মুহাম্মদ (সা) বলো, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী নাযিল হয় যে, তোমাদের আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ। অতএব যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, তার সৎ কাজ করা উচিত এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে নিজের রবের সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।"

শব্দার্থ : كَانَتْ - রয়েছে, لَهُمْ - তাদের জন্য, نُزُلًا - মেহমানদারী, خَالِدِيْنَ - চিরস্থায়ী হবে, لَايَبْغُوْنَ - তারা চাইবে না, حِوَلًا - স্থানান্তর, لَوْ - যদি, كَانَ - হয়, الْبَحْرُ - সমুদ্র, مِدَادًا - (লেখার) কালি, لِكَلِمٰتِ - কথাসমূহ, رَبِّيْ - আমার রব, لَنَفِدَ - অবশ্যই হতো নিঃশেষিত, قَبْلَ - পূর্বেই, اَنْ تَنْفَدَ - শেষ হবার, كَلِمٰتُ - কথাসমূহ, جِئْنَا - আমরা আসতাম, بِمِثْلِهٖ - তার সমান (সমুদ্র), مَدَدًا - সাহায্যার্থে, اِنَّمَا - শুধু মাত্র, اَنَا - আমি, بَشَرٌ - একজন মানুষ, مِثْلُكُمْ - তোমাদেরই মতো, يُوْحٰٓى - ওহী করা হয়, اِلَيَّ - আমার প্রতি, اَنَّمَآ - যে, اِلٰهُكُمْ - তোমাদের বর, وَّاحِدٌ - একই, فَمَنْ - যে কেউ, يَرْجُوْا - কামনা করে, لِقَآءَ - সাক্ষাৎ فَلْيَعْمَلْ - অতঃপর সে কাজ করে যেন, عَمَلًا - কাজ, صَالِحًا - নেক, يُشْرِكْ - শিরক করে, بِعِبَادَةِ - তার ইবাদতের ক্ষেত্রে, رَبِّهٖ - তার রবের, اَحَدًا - কাউকে।

সূরার নামকরণ : প্রথম রুকূর নবম আয়াত اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল কাহ্‌ফ। আল কাহ্‌ফ অর্থ গুহা।

নাযিলের সময়কাল : সূরায়ে আল আন'আম এর ভূমিকায় মাক্কী জীবনকে আমরা চারটি বড় বড় অধ্যায়ে ভাগ করেছি। ৫ম থেকে ১০ম নববী সন পর্যন্ত তৃতীয় অধ্যায়ে নাযিলকৃত সূরাগুলোর মধ্যে এ সূরাটি খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবী করিম (সা) ও তাঁর দাওয়াত, আন্দোলন ও জামায়াতকে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে যে নীতি অবলম্বন করতো তা ছিল হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ, প্রশ্ন-আপত্তি, অভিযোগ, দোষারোপ, ভয় দেখানো, প্রলোভন, বিরুদ্ধ প্রচার প্রপাগাণ্ডার উপরই অধিকাংশ নির্ভর করতো। কিন্তু এ তৃতীয় অধ্যায়ে এসে তারা যুলুম, নিপীড়ন, মারধর ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির অস্ত্র খুব কড়াকড়িভাবে ব্যবহার করে। যার দরুন বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করতে বাধ্য হয়।

নবী করিম (সা), তাঁর পবিার পরিজন ও অবশিষ্ট মুসলমানদের আবু তালেব গিরিগুহায় পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। তবুও এ সময় চাচা আবু তালেব ও উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার (রা) মতো দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রভাবের ফলে কুরাইশদের দু'টি বড় বড় দল নবীর (সা) পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। দশ নববী সনে এ দুই ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথেই এ অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হলে মক্কায় মুসলমানদের জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত নবী করিম (সা) সকল মুসলমানদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সূরা কাহ্‌ফের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, মাক্কী যুগের তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুর দিকেই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময়ে যুলুম নির্যাতন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তখনো মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেনি। তখন নির্যাতিত মুসলমানদেরকে আসহাবে কাহাফের কাহিনী শুনানো হয়, যাতে তাদের সাহস বেড়ে যায়। তারা জানতে পারে যে ইতিপূর্বে ঈমানদারগণ ঈমান বাঁচানোর জন্য কি করেছে?

বিষয়বস্তু ও মূল আলোচনা : নবী করিম (সা) কে পরীক্ষা নেবার উদ্দেশ্যে আহলে কিতাবদের পরামর্শে মক্কার মুশরিকদের তিনটি প্রশ্নের প্রতিউত্তরে এই সূরাটি নাযিল হয়। প্রশ্ন তিনটি ছিল এই : ১। আসহাবে কাহ্‌ফ ছিলেন কারা? ২। খিযির বিষয়ক ঘটনার তাৎপর্য কি? ৩। যুলকারনাইনের ঘটনাটি কি?

মূলত এই তিনটি ঘটনা খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। হেজাজের লোকদের মধ্যে এসবের কোনো চর্চা ছিল না। তাই আহলে কিতাবের লোকেরা নবী (সা) কে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এ তিনটি ঘটনাকেই নির্বাচন করেছিল। বাস্তবে নবী (সা) এর মধ্যে গায়েবী কোন ইলমের সূত্র আছে কিনা তা প্রকাশ করে দেয়াই আসল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা এই তিনটি প্রশ্নের পূর্ণ জবাব নবী করিম (সা) এর মুখে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি। তাদের নিজেদেরই উত্থাপিত এই তিনটি কাহিনীকে সেই সময় মক্কায় কুফর ও ইসলামের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের দিক দিয়ে যেরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তার উপর যথাযথভাবে প্রয়োগও করে দিলেন।

১। আসহাবে কাহ্‌ফ সেই তাওহীদেই বিশ্বাসী ছিল যার দাওয়াত এই কুরআন পেশ করছে। তাদের অবস্থা বর্তমান মক্কার মুষ্টিমেয় মজলুম মুসলমানদের অবস্থার অনুরূপই ছিল। সেই সময়ে জাতির চিন্তা চেতনা ও বর্তমান কুরাইশ কাফেরদের চিন্তা চেতনা ও আচরণের সাথে হুবহু মিলে যায়। এই ঘটনা থেকে ঈমানদারদেরকে যথেষ্ট শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেই শিক্ষা হলো এই যে, বাতিল শক্তির প্রভাবে অত্যাচারীদের সমাজে মুসলমানদের জীবন যদি দুর্বিষহ হয়ে পড়ে তবুও বাতিলের সম্মুখে মাথা নত করা তাদের জন্যে কিছুতেই উচিত হবে না। বরং একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়াই কর্তব্য। আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা পরকাল বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল ও অকাট্য প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহ্‌ফকে এক দীর্ঘকাল মৃত্যু নিদ্রায় বিভোর করে রাখার পরও পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন, অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন দানও তাঁর কুদরতের বাইরের কিছু নয়। অথচ তোমরা অনেকেই অস্বীকার ও অমান্য করছ।

২। আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মক্কার নেতৃস্থানীয় ও সচ্ছল লোকেরা নিজেদের এলাকার গরীব ও নওমুসলিম জামায়াতের লোকদের ওপর যে অত্যাচার ও যুলুম পীড়ন লাঞ্ছনা ও অপমান করতো সে সম্পর্কিত কাহিনী এখান থেকে আরম্ভ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নবী করিম (সা)-কে

দারস-২

নির্যাতিত মুসলিমদের জন্যে আল্লাহর সাহায্য এবং ইসলামী সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২২. সূরা আল-হজ্জ

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭৮, রুকূ-১০

আলোচ্য : ৩৯-৪১ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٣٩) اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۔ (٤٠) الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۔ (٤١) الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۔

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (৩৯) "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া গেল। কেননা তারা নির্যাতিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। (৪০) তাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অপরাধ শুধু এতটুকু যে তারা বলেছিল আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ যদি একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম